তারিখ 12 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মামলার বেড়াজালে ১২ এসএসসি পরীক্ষার্থী

কালকিনির সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমি

হারুন-অর-রশীদ, কালকিনি (মাদারীপুর) থেকে ●

মামলা কী জিনিস তা ভালোভাবে বোঝার বয়সও হয়নি। অথচ মামলার বেড়াজালেই এখন তারা বন্দী। সবচেয়ে বড় কথা, কদিন বাদেই তাদের এসএসসি পরীক্ষা।

এ ঘটনা মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমির ১২ কিশোরের। মারামারির এক ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার আসামি করা হয়েছে তাদের। কেউ কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্যরা বাড়িতে থাকলেও আতঙ্ক আর মামলার চিন্তায় পড়ায় মন বসাতে পারছে না।

মামলার প্রথম তিন আসামি জামিন পাননি। তারা হলো উত্তর রাজদী গ্রামের হারুন মোল্লার ছেলে জায়েদ মোল্লা, লতিফ ব্যাপারীর ছেলে শাহিন ব্যাপারী ও সরোয়ার ব্যাপারীর ছেলে কানন ব্যাপারী। জামিন পাওয়া নয়জন হলো কাওছার, সৈকত হাওলাদার, সজিব মোল্লা, ইসমাইল শিকদার, ফয়সাল, জাহিদ হাওলাদার, শাকিল ব্যাপারী, রফিক ব্যাপারী ও ছালাম খান। তাদের বাড়ি আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ ডিসেম্বর। সকালে কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে ছিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কলেজের সামনের রাস্তায় কয়েকজনের হামলায় আহত হয় উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম (১৮) ও মামুন শিকদার (১৯)। তাদের বাড়ি যথাক্রমে উপজেলার মজিদবাড়ি ও বনগ্রামে। এ ঘটনায় রাকিবের মা রহিমা বেগম কালকিনি থানায় মামলা করেন।

রহিমা বেগমের অভিযোগ, আগের এক ঘটনার জের ধরে আসামিরা রাকিবসহ তার কয়েক বন্ধুকে মারপিটের হুমকি দিয়ে আসছিল। ঘটনার দিন বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শেষে রাকিব ও মামুন বাড়ি ফেরার উদ্দেশে একটি ইজিবাইকে চড়ে। এ সময় ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে আসামিরা।

তবে চার আসামির অভিভাবকেরা দাবি করেছেন, তাঁদের ছেলেরা বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে গেলেও মারামারির সময় সেখানে ছিল না।

শাহিন ব্যাপারীর বাবা লতিফ ব্যাপারী ও কানন ব্যাপারীর বাবা সারওয়ার ব্যাপারী বলেন, তারপরও অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবেচনায় বিষয়টির আপসের সুযোগ ছিল। কিন্তু সে পথে না গিয়ে মামলা দেওয়া হলো। এখন আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারবে কি না, সেই সংশয়ে আছেন তাঁরা।

স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, মারামারির ওই ঘটনাকে পুঁজি করেছে একটা মহল। আহত রাকিবের মা বাদী হলেও মূলত তাঁকে ব্যবহার করেছে ওই মহলটি। তারা বেছে বেছে যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী, তাদেরই আসামি করেছে। অথচ, সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমির অন্যান্য ক্লাসের এবং অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও অনেক শিক্ষার্থী ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল। মামলাটি যে ষড়যন্ত্রমূলক, এটি তার একটা ইঙ্গিত।

মহলটি কারা সে বিষয়ে স্পষ্ট করতে কিছু বলতে চাননি আবুল হোসেন একাডেমির প্রধান শিক্ষক বি এম হেমায়েত হোসেন। তবে তিনি বলেন, এলাকার, এমনকি জেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমি সব দিক দিয়ে এগিয়ে। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ মামলা করেছে।

জামিন না পাওয়ায় প্রথম তিন আসামি জায়েদ মোল্লা, শাহিন ব্যাপারী ও কানন ব্যাপারী বর্তমানে এলাকাছাড়া। অন্য নয়জন গত সপ্তাহে জামিন পায়। তবে ১৯ জানুয়ারি তাদের আদালতে হাজির হতে হবে। এর ১৩ দিনের মাথায় ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এসএসসি পরীক্ষা।

মামলার ৭ নম্বর আসামি ইসমাইল হাওলাদারের সঙ্গে তাদের বাড়িতে বসে গত মঙ্গলবার কথা হয়। সে বলছে, 'মামলার পর ১০-১২ দিন পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। এখন বাড়িতে থাকলেও দুশ্চিন্তায় ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারছি না।' কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কৃপা সিন্ধু বালা *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা চাইছেন দুই পক্ষ বসে বিষয়টি মিটমাট করে নিক। এসএসসি পরীক্ষার্থী ওই আসামিদের পুলিশ কোনো ধরনের হয়রানি করবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।